গল্প থ্যাঙ্ক ইউ আহমেদ সাবের

চার বছর পর দেশে এলাম। মেয়ে মুনিয়ার বয়স এখন বার বছর। সকালে মহা উৎসাহে সবার জন্যে আনা প্রেজেন্ট গুলো বিলিয়ে, আমাদের ঘরে এসে দুম হয়ে বসে থাকলো।

চৈতালী উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কিরে কি হয়েছে?

কিছুনা।

চৈতালী ওকে জড়িয়ে ধরে নরম সুরে বললো, বাবা বকেছে?

মুনিয়া না-সূচক মাথা নাড়ালো।

টায়ার্ড লাগছে?

এবার ও ডানে বায়ে মাথা দুলানি।

বোরিং লাগছে? যা, ইমু, সীমুর সাথে বেড়িয়ে আয়।

এবারও মাথা নাড়ানি।

আমি শুয়ে শুয়ে ম্যাগাগিনে চোখ বুলাচ্ছি আর মা মেয়ের কান্ড দেখছি।

অনেকক্ষন পর মুনিয়া ফুপিয়ে ফুপিয়ে বলল, সবাইকে প্রেজেন্ট দিলাম, কেউ একটু থ্যাঙ্কস দিলনা।

চৈতালী হেসে বললো, মা মনি, এদেশে কেউ মুখে থ্যাঙ্কস দেয়না, চোখ দিয়ে থ্যাঙ্কস দেয়।

তোমার সব আজগুবি কথা। চোখ দিয়ে কেউ কি কথা বলতে পারে? মুনিয়ার কান্না ভেজা প্রশ্ন।

পারে রে মা, পারে। তবে সেটা দেখার মত চোখ থাকতে হয়।

ম্যাগাজিন পড়তে পড়তে আমার আরেকটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। মুনিয়ার বয়স তখন নয় বছর। একদিন সিডনীর বাসায় বসে পরীক্ষার খাতা দেখছিলাম। চৈতালী এসে চেয়ার টেনে বসল। চোখ তুলে তাকিয়ে বললাম, কিছু বলবে।

সে মুচকি হেসে বলল, যাও, আ হ্লাদী মেয়ের মান ভাঙ্গিয়ে আস।

চট করে কিছু মনে পড়লোনা, যাতে মুনিয়ার অভিমান হতে পারে। বিকালেই তো বাপ বেটিতে ব্যাক-ইয়ার্ড ক্রিকেট খেললাম। আমি শূন্য দৃষ্টি দিয়ে চৈতালীর দিকে চেয়ে থাকলাম।

সে আরেক দফা মুচকি হেসে বললো, তোমার জন্য মেয়ে মেয়ে কেক নিয়ে গেল বারান্দায়, আর তুমি তাকে থ্যাঙ্ক ইউ বলনি।

ব্যাপারটা মনে পড়লো। খেলার পর বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম। মুনিয়া কেক নিয়ে এল। আমি কেকের প্লেটটা হাতে নিয়ে ওর থুতনি নেড়ে দিলাম। ও চলে গেল।

আমি হো হো করে হেসে বললাম, এই ব্যাপার?

হেসোনা তো, যে দেশের যে নিয়ম। যাও এখন, মেয়ের মান ভাঙ্গাও।

তা বলে মেয়েকে কথায় কথায় থ্যাঙ্ক ইউ বলতে হবে?

অবশ্যই হবে। ওরা এ দেশে বড় হচ্ছে। ওদের ভাবনা চিন্তাও এ দেশের মত হবে। আমাদেরও ওদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। যস্মিন দেশে যদাচার।

-২-

ঢাকা এলে আমি রোজ বাজারে যাই। বাজারে গেলে মনে হয়, দেশের প্রান স্পন্দন শুনতে পারি। মুনিয়া বায়না ধরেছে, আমার সাথে সেও বাজারে যাবে।

বাজারের নোংরার মধ্যে তুই গিয়ে কি করবি? চৈতালী বাধা দেয়।

বাজার নোংরা না, আমাকে যেতে দিতে চাওনা বলে নোংরা বলছ। মুনিয়ার বিশ্বাস হতে চায়না।

দাদু, বাজার কিন্তু সত্যি বলছি নোংরা। আমার মা বলে উঠেন। উনিও চান না যে বিদেশী নাতনি বাজারে গিয়ে নাক সিটকাক।

হোক নোংরা, আমি তবুও যাব। মুনিয়ার জেদ চড়ে যায়।

ঠিক আছে, চল। আমি প্রশ্রয় দেই।

রিকসায় উঠে মুনিয়া রিকসার হুড ধরে সিটিয়ে বসে আছে, মনে হয় রিকসারই অঙ্গ হয়ে গেছে।

আমি বলি, কিরে ভয় লাগছে?

মুনিয়া মাথা নাড়ায়। বুঝা গেলনা, হ্যাঁ কিংবা না।

নিউ মার্কেটের কাচা বাজার, কাদায় থক থক, লোকে গিজ গিজ। এরই মাঝে নানা কসরত করে বাপ বেটিতে আগাচ্ছি। মাছ, তরকারী কিনে ফলের দোকানে এলাম। আমি দেশে থাকি না, নিয়মিত খদ্দের না, গত কয়েদিনের সামান্য পরিচয় ফল দোকানীর সাথে। দেখেই হই হই করে উঠল।

আসেন স্যার, আসেন। কাইলকার কতবেল ভাল পড়ছিল স্যার?

গতকাল কতবেল নিয়েছিলাম। সে সম্পর্কে প্রশ্ন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভাল পড়েছিল। আমার মেয়েতো খেয়ে পাগল। মুনিয়াকে দেখিয়ে বলি। মুনিয়া লজ্জায় জড়সড়।

আইজকা দিমু স্যার? দোকানীর আমার মুখের দিকে তাকায়।

না, আজ থাক। আজকে অন্য ফল দাও।

দু ডজন কলা আর একটা পেপে কেনা হলো। দাম মিটিয়ে বাজারের ব্যাগ হাতে উঠাতে যাবো, তখনই দোকানী আমার হাত থেকে ব্যাগ দুটো ছো মেরে ছিনিয়ে নিয়ে বলল, চলেন স্যার, আমি আগাইয়া দিয়া আসি।

আমি না, না করে উঠি। দোকানী নাছোড়বান্দা। অগত্যা ওর হাতে ব্যাগ দুটো সপে দিয়ে আগে আগে চললাম।

একটা রিকসায় আমাদের বসিয়ে পায়ের কাছে ব্যাগ দুটো রেখে সে একটা কাগজের ঠোঙ্গা আমার দিকে এগিয়ে ধরল।

কি ওটা? আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

দুইটা কতবেল স্যার, আফার লাইগা। আফার ভালা লাগছে।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট আগিয়ে ধরি।

স্যার গরিব বইলা আফারে দুইডা কতবেলও খাওয়াইতে পারুমনা? অভিমানে লোকটার গলা বুজে আসে।

আমার প্রশারিত হাত নিজের অজান্তে পকেটে ফিরে আসে। মুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখি, সে অবাক হয়ে লোকটার কাণ্ড দেখছে।

-৩-

আমাদের আসার আগ থেকেই মা মুনিয়ার জন্য একটা স্যুয়েটার বুনছিলেন। মনিয়ার আর তর সয়না। রোজই খবর নেয়, দাদু, আর কত বাকী?

আমরা বাজার থেকে আসতেই মা মুনিয়াকে বললেন, দাদু, চোখ বন্ধ কর। একটা সারপ্রাইজ আছে।

মুনিয়া কিছুই বুঝতে পারছেনা, এমন ভান করে মিটি মিটি হেসে চোখ বন্ধ করল।

মা মনিয়ার গায়ে স্যুয়েটারটা জড়িয়ে ধরে বললেন, এবার চোখ খোল।

মুনিয়ার চোখ খুশীতে ঝল মল করছে, কিন্তু সে মুখে কিছু বললোনা।

কিরে দাদুমনি, থ্যাঙ্ক ইউ বললি না? মা হেসে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান নাতনীর দিকে।

মুনিয়া মাকে সবলে জড়িয়ে ধরে বলে উঠে, দাদু, এইযে নাও তোমার থ্যাঙ্ক ইউ।

Sydney 14 -15 May, 2006